Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

নয়া দিগন্ত

ঢাবিতে প্রশাসনিক নীতিবিদ্যা শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্যোগে 'প্রশাসনিক নীতিবিদ্যা' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা গতকাল শুক্রবার আর সি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ কর্মশালা উদ্বোধন করেন।

দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শাহ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ীর সভাপতিত্বে কর্মশালায় কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ■ ৪র্থ পৃ: ৫-এর কলামে

ঢাবিতে প্রশাসনিক

৩য় পৃষ্ঠার পর

প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা জীবনের সবক্ষেত্রে নৈতিকতা অনুসরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নৈতিকতা অবলম্বনের মাধ্যমে একটি বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

কর্মশালায় প্রশাসনিক অবকাঠামো, নৈতিকতা এবং উন্নয়ন : বাংলাদেশ প্রসঙ্গ; জনপ্রশাসনে দুর্নীতি প্রতিরোধে করণীয়; বাংলাদেশের জনপ্রশাসনে নৈতিকতা, দায়বদ্ধতা ও বণ্টনমূলক ন্যায্যতা; শিক্ষাপ্রশাসনের নৈতিক দায়িত্ব ও ওবিই সঙ্কট; শিক্ষাপ্রশাসনে নৈতিক নেতৃত্ব; টেকসই উন্নয়ন ও নৈতিকতা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়।

দেশের খ্যাতিমান দার্শনিক, প্রাবন্ধিক ও গবেষকগণ এসব প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বিজ্ঞপ্তি।

জনকণ্ঠ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক নীতিবিদ্যা শীর্ষক কর্মশালা

জনকণ্ঠ ডেস্ক ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্যোগে 'প্রশাসনিক নীতিবিদ্যা' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা শুক্রবার আর সি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কর্মশালা উদ্বোধন করেন।

দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ীর সভাপতিত্বে কর্মশালায় কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা জীবনের সকল ক্ষেত্রে নৈতিকতা অনুসরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নৈতিকতা অবলম্বনের মাধ্যমে একটি বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

কর্মশালায় প্রশাসনিক অবকাঠামো, নৈতিকতা এবং উন্নয়ন : বাংলাদেশ প্রসঙ্গ; জনপ্রশাসনে দুর্নীতি প্রতিরোধে করণীয়; বাংলাদেশের জনপ্রশাসনে নৈতিকতা, দায়বদ্ধতা ও বণ্টনমূলক ন্যায্যতা; শিক্ষাপ্রশাসনের নৈতিক দায়িত্ব ও ওবিই সংকট; শিক্ষাপ্রশাসনে নৈতিক নেতৃত্ব; টেকসই উন্নয়ন ও নৈতিকতা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। দেশের খ্যাতিমান দার্শনিক, প্রাবন্ধিক ও গবেষকগণ এসব প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

আজকের পত্রিকা

বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছ ভর্তি

জুলাই শহীদ-আহতদের পরিবার পাচ্ছে 'বিশেষ সুবিধা'

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

গুচ্ছভুক্ত ১৯টি সাধারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (জিএসটি) বিশ্ববিদ্যালয়েও ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক প্রথম বর্ষ ভর্তিতে 'বিশেষ সুবিধা' পাবে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ এবং তালিকাভুক্ত আহতের পরিবার। সম্প্রতি গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত 'গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমন্বিত ভর্তি নির্দেশিকা' থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

নির্দেশিকায় বলা হয়, 'জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান-সংক্রান্ত বিশেষ সুবিধার আওতায় জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গেজেটভুক্ত শহীদ এবং তালিকাভুক্ত আহত ব্যক্তিদের স্ত্রী-ছেলেমেয়ে (স্ত্রী-ছেলেমেয়ের অবর্তমানে ভাইবোন) ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে জিএসটি গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পাবেন।'

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

জুলাই শহীদ-আহতের পরিবার পাচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গুচ্ছভুক্ত ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয় হলো ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া; মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল; পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ; যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর; পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়; রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ; গাজীপুর ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি; নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়; জামালপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়; চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

গুচ্ছভুক্ত ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ পছন্দক্রম দেওয়াসহ ভর্তির অনলাইন আবেদন শুরু হয়েছে গত বৃহস্পতিবার, যা চলবে আগামী ৫ জুন রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত।

নির্দেশিকায় কোটার তথ্য দেওয়া এবং আপডেটকরণ অংশে ৬ ধরনের পছন্দক্রম দেওয়া রয়েছে। এর মধ্যে আছে মুক্তিযোদ্ধা কোটা, প্রতিবন্ধী বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন কোটা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বা উপজাতি কোটা, জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান-সংক্রান্ত বিশেষ সুবিধা, বিকেএসপি বা খেলোয়াড় কোটা, পোষ্য কোটা, হরিজন ও দলিত কোটা, নন-ট্রাইবাল (পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা) রাঙামাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রযোজ্য।

জানতে চাইলে গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার সমন্বিত কমিটির আহ্বায়ক মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আনোয়ারুল আজীম আখন্দ বলেন, 'সরকারের একটি প্রজ্ঞাপন রয়েছে, সেখানে লেখা আছে, ভর্তির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পাবেন জুলাই অভ্যুত্থানে নিহত-আহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা। আমরা সরকারের প্রজ্ঞাপনের বাইরে যাইনি। বলা হয়েছে, এবারের ভর্তির জন্যই শুধু সুবিধাটা পাবে। এ সুবিধাটা কী রকম হবে, তা আমরা উপাচার্যদের সঙ্গে আলোচনা করে সরকারের প্রজ্ঞাপনের মর্মার্থ বুঝে সিদ্ধান্ত নেব।'

শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভোগান্তি কমাতে ২০২০ সাল থেকে দেশের সরকারি সাধারণ, কৃষি, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়। গত শিক্ষাবর্ষে ২৪টি জিএসটিভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি কার্যক্রম চালায়। তবে এবার জিএসটিভুক্ত পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় গুচ্ছ পরীক্ষা পদ্ধতি থেকে সরে গেছে।

এর আগে ২৬ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) স্নাতক প্রথম বর্ষ ভর্তিতে জুলাই অভ্যুত্থানে শহীদ এবং আহতের পরিবারের সদস্যরা বিশেষ সুবিধা পাবেন বলে জানানো হয়েছিল। ঢাবির জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামের পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গেজেটভুক্ত শহীদ এবং তালিকাভুক্ত আহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের শুধু ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হবে। পরিবারের সদস্য হিসেবে স্ত্রী-ছেলেমেয়ে বিশেষ সুবিধা পাবেন। স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে না থাকলে শহীদ ও আহত ব্যক্তিদের ভাইবোনেরা এ সুবিধা পাবেন। সম্প্রতি ডিনস কমিটির এক সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।'

২ মার্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও স্কুল অ্যান্ড কলেজগুলোর অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষকদের কাছে চিঠি পাঠিয়ে জুলাই অভ্যুত্থানে নিহত-আহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের ভর্তিতে কোটা রাখার নির্দেশনা দেয়। পরে সমালোচনার মুখে গত ৩ মার্চ কোটার আদেশ সংশোধন করে প্রতি শ্রেণিতে একটি করে আসন বেশি রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আমার দেশ

জুলাই শক্তিকে আবারও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে

জুলাই আন্দোলন আমাদের শিখিয়েছে, ঐক্যই সবচেয়ে বড় শক্তি। তাই সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে, বিশেষ করে যারা সেই আন্দোলনের অংশ ছিলেন, আজ আবারও এক ছাতার নিচে আসতে হবে। রাজনৈতিক বিভাজন, মতপার্থক্য কিংবা ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এক হওয়ার এখনই সময়। গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ, শিক্ষাবিদ, উদ্যোক্তা, কৃষক, শ্রমিকসহ সবাইকে এক হয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ার যাত্রায় এগিয়ে আসতে হবে।

তবে এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য শুধু আবেগ নয়, প্রয়োজন দূরদর্শী নীতি, কার্যকর নেতৃত্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন। স্থানীয় পর্যায় থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। তরুণ উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দেওয়া, শিক্ষাব্যবস্থায় যুগোপযোগী পরিবর্তন আনা, পরিবেশ রক্ষা ও প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা আজ সময়ের দাবি। এই প্রতিটি খাতে জুলাই শক্তির গঠনমূলক অংশগ্রহণ হতে পারে এক বিশাল পরিবর্তনের চালিকাশক্তি। আন্দোলন কেবল ক্ষণিকের ঝড় নয়, এটি হতে হবে একটি দীর্ঘস্থায়ী মানসিক পরিবর্তনের শুরু। আমাদের চিন্তাধারায়, আচরণে ও কর্মপদ্ধতিতে এই পরিবর্তনের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। তবেই সত্যিকার অর্থে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের তাৎপর্য বাস্তবায়িত হবে।

মোহাম্মদ আব্দুর রহমান
শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়